Handout Number : 3987

**Swedish, Spanish and NorwegianAmbassadors**

**call on State Minister for Foreign Affairs**

Dhaka, **19 October** :

Three new resident Ambassadors of Sweden, Spain and Norway to Bangladesh made their maiden courtesy calls on the State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam in the last couple of days.

While Swedish Ambassador Alexandra Berg Von Linde and Spanish Ambassador Francisco de Asis Benitez Salas called on the State Minister yesterday, the Norwegian Ambassador Espen Rikter-Svendsen met Minister Alam this afternoon.

At the outset, the State Minister warmly welcomed the European Envoys to Bangladesh on their new assignments and assured them of best of cooperation during their tour of duty here in Dhaka. The Envoys expressed their resolve to work with the aim of taking their respective countries’ relations with Bangladesh to newer heights. State Minister Alam highlighted Bangladesh’s tremendous socio-economic developments, particularly during the last one decade in line with Prime Minister Sheikh Hasina’s Vision 2021 and Vision 2041 that envisage the transformation of Bangladesh into Sonar Bangla or Golden Bengal, as dreamt by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Bilateral trade and investment issues figured prominently in all these meetings as the State Minister for Foreign Affairs exchanged views with the Ambassadors. With Spain, cooperation in the areas of culture and sports got special focus. With the Norwegian Ambassador, State Minister Alam sought enhanced cooperation between the two countries in education sector and blue economy. Issues like women empowerment, climate change etc. came up for discussion during the meeting between the State Minister and the Swedish Ambassador.

The Ambassadors of Sweden, Spain and Norway had arrived in Bangladesh last month and presented their Letters of Credence to the President on 23 September 2020.

#

Tohidul/Nice/Rafiq/Joynul/2019/2130hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮৬

পার্বত্য চট্রগ্রামের ২৮টি পাড়াকেন্দ্র ডিজিটাল হচ্ছে

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৮ টি দুর্গম পাড়া কেন্দ্রকে প্রাথমিক স্তরে ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে আজ একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে চুক্তি স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মোস্তাফা জব্বার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য ডিজিটাল পাড়া কেন্দ্রকে একটি ঐতিহাসিক মাইল ফলক হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এটি একটি নোভেল ভেঞ্চার। এটি পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল করার বর্তমান সরকারের এক মহতি উদ্যোগ। তিনি বলেন, মানব সম্পদকে ডিজিটাল দক্ষতা দিতে না পারলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তৈরি হবে না। পাড়াকেন্দ্র এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ডিজিটাল করতে পারলে বৈষম্যহীন ডিজিটাল সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

মোস্তাফা জব্বার ডিজিটাল শিক্ষা প্রসারের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট একটি অপরিহার্য অংশ উল্লেখ করে বলেন, পাড়াকেন্দ্র ডিজিটাল করার কর্মসূচি গোটা দেশের জন্য আমুল রূপান্তরের যাত্রা। শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের যাত্রাকে বেগবান করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ ডিজিটাল করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ ডিজিটাল করার লক্ষ্যে খুব শিগগিরই এ ধরনের সমঝোতা স্মারক সাক্ষর হবে।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ আফজাল হোসেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, বিটিআরসি’র মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুস্তফা কামাল, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহসিনুল আলম এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক বদিউর রহমান বক্তৃতা করেন।

বক্তারা দুর্গম পাব্যত্য অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এই কর্মসূচিকে একটি যুগান্তকারি কর্মসূচি হিসেবে উল্লেখ করেন। তারা বলেন, এ ধরনের কর্মসূচি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করবে।

#

শেফায়েত/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮৫

সংস্কৃতি চর্চাকে বেগবান করতে সারা দেশে সাংস্কৃতিক উপকরণ সরবরাহ করা হবে

-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

গোপালগঞ্জ, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম উপকরণ হচ্ছে হারমোনিয়াম, তবলা-সহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র। সারা দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনকে এসব উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে সংস্কৃতি চর্চাকে আরো বেগবান করা হবে। দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম ও উপকরণ সুষ্ঠুভাবে সরবরাহ ও বিতরণের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউজে জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত স্থানীয় সুধীজন ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, জেলা শিল্পকলা একাডেমির বিদ্যমান জনবল সংকট নিরসনে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। শীঘ্রই এ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। টাকার চেয়ে স্বীকৃতি মুখ্য উল্লেখ করে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনাকালীন সময়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে এ পর্যন্ত ১২ হাজারের অধিক কর্মহীন সংস্কৃতিসেবীকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অনুদানপ্রাপ্ত শিল্পী ও সংস্কৃতিসেবীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মিলছে বলেও তিনি জানান।

গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলী খান।

প্রতিমন্ত্রী এর পূর্বে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং বিশেষ মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৈত্রিক বাড়ির প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন করেন।

#

ফয়সল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮৪

**শীঘ্রই ভূটানের সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

শীঘ্রই ভূটানের সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর (Preferential Trade Agreement) হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আজ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলমের সাথে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে ভূটানের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েন্টসিল (Rinchen Kuentsyl) এর সাক্ষাৎকালে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। এসময় দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ানোর বিষয়েও গৃরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া দু’দেশের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ও আলোচনায় স্থান পায়।

সবজি প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট স্থাপনে ভূটানের কারিগরি সহযোগিতার বিষয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ভূটানের রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ভূটান বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দু’দেশের যৌথ অনুষ্ঠানের আয়োজনের বিষয়েও এসময় আলোচনা হয়।

#

তৌহিদুল/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮৩

ডেডিকেটেড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্স সেন্টার গড়ে তুলতে হবে

-- শিল্পসচিব

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

হালকা প্রকৌশল শিল্পখাতের উন্নয়নে একটি ডেডিকেটেড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্স সেন্টার গড়ে তোলার নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্পসচিব কে এম আলী আজম। তিনি বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিটাক এ গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলবে। এতে মেধাবী জনবল নিয়োগের পাশাপাশি উন্নত প্রযুক্তি সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানে মেধাবী প্রকৌশলী ও গবেষকদের চাকরিতে আগ্রহী করতে উঁচু বেতন কাঠামো, বিশেষ প্রণোদনাসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধার নিশ্চয়তা দিতে হবে। এ লক্ষ্যে দ্রুত একটি প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য তিনি বিটাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয় চিহ্নিত সুপারিশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতিত্বকালে শিল্পসচিব এ নির্দেশনা দেন। আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ হেলাল উদ্দিন হালকা প্রকৌশল শিল্পখাত বিকাশে প্রণীত সুপারিশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেন।

সভায় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পখাতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম বেগবান করতে ডেডিকেটেড শিল্পপার্ক স্থাপন, এখাতের উদ্যোক্তাদের জন্য অল্প খরচে ফান্ড সরবরাহ ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরি, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, সাবকন্ট্রাকটিং শিল্পের বিকাশ ও আইন প্রণয়ন এবং হালকা প্রকৌশল শিল্প নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত সুপারিশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় জানানো হয়, সম্ভাবনাময় এলাকা চিহ্নিত করে বিসিক ইতোমধ্যে ডেডিকেটেড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক স্থাপনের কাজ শুরু করেছে। পাশাপাশি সংস্থাটির বাস্তবায়নাধীন অন্য শিল্পপার্কেও হালকা প্রকৌশল শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য জায়গা বরাদ্দ দেয়া হবে। কেমিক্যাল শিল্পের জন্য নির্মাণাধীন মুন্সিগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী এবং নরসিংদীর নতুন বিসিক শিল্পনগরীতে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য ১০০ একর করে জমি বরাদ্দ দেয়া হবে। এছাড়া, নিরসিংদীতে বর্তমানে নির্মাণাধীন বিসিক শিল্পনগরীতে আরো ১০ একর জমি হালকা প্রকৌশল উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দেয়া হবে বলে সভায় তথ্য প্রকাশ করা হয়।

এ সময় এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম, বিসিক চেয়ারম্যান মো: মোশতাক হাসান, বিটাক মহাপরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, শিল্প মন্ত্রণালেয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ ও মোহাং সেলিম উদ্দিন, বাংলাদেশ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, শিল্প, বাণিজ্য, পরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, এফবিসিসিআই-সহ কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

#

জলিল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮২

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

      স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ হাজার ১৪৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৬৩৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ৯০ হাজার ২০৬ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ২১ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৬৮১ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ৫ হাজার ৫৯৯ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮১

করোনা মোকাবিলা করে দেশের অর্থনীতি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে

-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

বিরল (দিনাজপুর), ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, এই করোনা মহামারির মধ্যে যখন সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতি স্থবির যেখানে হয়ে গেছে। সেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতি যতটা বিপর্যস্ত হয়েছিল, ঠিক একইভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে নাই। গত বছর মহামারি ছিল না, সরকার তখন প্রতি পূজামণ্ডপে ১২ হাজার করে টাকা দিয়েছিল। এবার দীর্ঘ লকডাউনের পর প্রত্যেকটি পূজামণ্ডপে ১৮ হাজার করে টাকা দিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বিরল উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন পূজামন্ডপে সরকারি অর্থ বিতরণকালে এসব কথা বলেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী বিরল উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স থেকে উপজেলার ৯৪টি পূজামন্ডপে নগদ অর্থ, নতুন কাপড় ও করোনা সামগ্রী বিতরণ করেন। ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাবের মোহাম্মদ শোয়াইবের সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান বাবু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সবুজার সিদ্দিক সাগর ও সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত রায়।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী উপজেলার বেলপুকুরিয়া শিবমন্দির ও শ্মশান এবং বিরল রেল স্টেশনে দুর্গামন্দিরের উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮০

**খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

পিরোজপুর, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, সরকার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও  সবজির ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্যের পাশাপাশি জনগণের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার।

আজ পিরোজপুরের গোপালকৃষ্ণ টাউন ক্লাব মিলনায়তনে বেসরকারি সংস্থা খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ এর উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ভোক্তা অধিকার আইনের আওতায় সরকার সর্বত্র তদারকি করছে, মোবাইল কোর্ট চলছে, মামলা করা হচ্ছে। যাতে মানুষের নিরাপদ খাদ্যের অধিকার যেনো-তেনো উপায়ে কেউ বিনষ্ট করতে না পারে। খাদ্যে ভেজাল থাকলে জীবন বিপন্ন হতে পারে। সেজন্য বিশুদ্ধ খাদ্য আইনকে সংশোধন করে সাজার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, করোনায় কৃষিখাত তথা মৎস্য, পোল্ট্রি ও লাইভস্টকে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ করা হয়েছে যা বাংলাদেশের ইতিহাসে রেকর্ড। পোল্ট্রি, লাইভস্টক বা মাছের খামার করলে নগদ সহায়তা এবং সহজশর্তে ও স্বল্পসুদে ঋণ দেয়ার জন্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছে।

পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক আবু আলী মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, পুলিশ সুপার হায়াতুল ইসলাম খান প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পরে পিরোজপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, পিরোজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ও পূজা উদযাপন পরিষদ, পিরোজপুর জেলা শাখার সহযোগিতায় আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শারদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন মন্ত্রী।

#

ইফতেখার/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৯

**বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যের মদদদাতাদের মুখোশ উন্মোচনে**

**বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের দাবি তথ্য প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংস খুনিদের নেপথ্যে মদদদাতাদের মুখোশ উন্মোচনে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান।

জাতীয় প্রেসক্লাবে আজ সকালে শেখ রাসেলের ৫৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ দাবি জানান।

তিনি বলেন ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের ট্যাজেডির পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মুছে দিতে থাকে। শুরু করে সাম্প্রদায়িকতা ও ঘৃণার রাজনীতি। তার পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনতা বিরোধীরা পুনর্বাসিত হয় এবং ইতিহাসের চাকা পেছনে ঘুরতে থাকে।

ডা. মুরাদ বলেন, তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জানতে এবং জানাতে হবে। বর্তমান সরকারের উন্নয়নের পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবার কথা সবাইকে অবহিত করতে হবে। স্বাধীনতা বিরোধীদের অপতৎপরতা সম্পর্কে দেশবাসীকে সজাগ ও সচেতন করতে হবে, তবেই শেখ রাসেলের জন্মবার্ষিকী পালন সার্থক হবে।

চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগ নেতা বলরাম পোদ্দার, এম এ করিম, শিল্পী খন্দকার রফিকুল আলম, অভিনেত্রী অরুনা বিশ্বাস প্রমুখ।

#

মাহবুবুর/অনসূয়া/মামুন/আসমা/২০২০/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৮

**রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি নৃশংসতার বিচার নিশ্চিত করতে নেদারল্যান্ডস্‌ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টেফ ব্লক বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেনকে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেন, আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি মিয়ানমার সরকারের নৃশংসতার বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নেদারল্যান্ডস সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

গতকাল নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত হ্যারি ভারওয়েজ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ড. মোমেনের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ পত্র হস্তান্তর করেন।

সাক্ষাতকালে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন, ২০২০ সালের ২ সেপ্টেম্বর নেদারল্যান্ডস এবং কানাডার যৌথ বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমারের বিপক্ষে দায়ের করা গাম্বিয়ার মামলার সমর্থনে সার্বিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। এসময় নেদারল্যান্ডস এবং কানাডা এ আদালতে একটি পৃথক যৌথ আবেদনও পেশ করবে বলে জানানো হয়। মিয়ানমারে গণহত্যা বিচার ও তা প্রতিরোধে গাম্বিয়া গত বছর ১৯৪৮ সালের কনভেনশন লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে মিয়ানমারের বিপক্ষে।

বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে আশ্রয়প্রাপ্ত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য নেদারল্যান্ডসের মানবিক সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন। তিনি রোহিঙ্গা সঙ্কটের টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে নেদারল্যান্ডস সরকারের অঙ্গীকারের বিষয়টিও তুলে ধরেন। হ্যারি ভারওয়েজ এ সমস্যার টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের বিষয়টি বাংলাদেশ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর সাথে সমন্বয় করে রাখাইন রাজ্যে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে নেদারল্যান্ডসকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান   
ড. মোমেন।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/খোরশেদ/২০২০/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৭

**আগামীকাল নয়টি উপজেলায় উপনির্বাচন**

যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

আগামীকাল২০ অক্টোবর কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলা, দিনাজপুর জেলার সদর, যশোর জেলার সদর, চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ, সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ, মাদারীপুর জেলার শিবচর, বাগেরহাট জেলার শরণখোলা, খুলনা জেলার পাইকগাছা এবং নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায় সাধারণ ও শূন্য চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ভোটগ্রহণের জন্য আজ মধ্যরাত ১২টা থেকে আগামীকাল মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত ইঞ্জিনচালিত সকল যানবাহন চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সেই সাথে ভোটগ্রহণের পূর্ববর্তী ২ দিন হতে ভোটগ্রহণের পরের দিন মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত মোটর সাইকেল চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয়েছে।

এ নিষেধাজ্ঞা রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি সাপেক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁদের নির্বাচনী এজেন্ট, দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষদের (পরিচয়পত্র থাকতে হবে) ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য। তাছাড়া, নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত দেশি-বিদেশি সাংবাদিক (পরিচয়পত্র থাকতে হবে) নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, নির্বাচনের বৈধ পরিদর্শক এবং কতিপয় জরুরি কাজে যেমন – অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য উল্লিখিত যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া, জাতীয় মহাসড়ক (Highways), বন্দর ও জরুরি পণ্য সরবরাহসহ অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে পারবেন।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২০/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৬

**বিশ্ব পরিসংখ্যান** **দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ২০ অক্টোবর ‘বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস-২০২০’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। এ বছর বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবসের প্রতিপাদ্য 'Connecting the world with data we can trust' যা পরিসংখ্যানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও ব্যবহারের গুরুত্বকে সামনে নিয়ে এসেছে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রমমান পরিসংখ্যান কার্যক্রমে নিয়োজিত কয়েকটি পৃথক প্রতিষ্ঠানকে একীভূত ও সুসমন্বিত করে ১৯৭৪ সালে বিবিএস প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে বিবিএস-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড সমন্বয়, তত্ত্বাবধান ও সাচিবিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠান করা হয় পরিসংখ্যান বিভাগ। জাতীয় পরিসংখ্যানিক ব্যবস্থাকে আইনগত ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে আওয়মী লীগ সরকার ২০১৩ সালে ‘পরিসংখ্যান আইন-২০১৩’ প্রণয়ন করে।

দেশের উন্নয়নের জন্য অন্যতম প্রধান শর্ত হলো সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সঠিক পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন সময়োপযোগী সঠিক পরিসংখ্যান। পরিসংখ্যান যত নির্ভুল হবে, নীতিনির্ধারকদের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত সহজতর হবে। আমাদের সরকার সকলক্ষেত্রে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয়, সময়োপযোগী এবং মানসম্পন্ন পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়া ও পরিজ্ঞাত করণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাহিদা মাফিক উপাত্ত সরবরাহ এবং পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যক্রম সময়োপযোগী ও ত্বরান্বিত করণে আমরা সর্বদা সচেষ্ট।

আমি বিশ্বাস করি, টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সঠিক, নির্ভরযোগ্য, সময়োপযোগী এবং বিশ্বস্ত পরিসংখ্যান ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং আমাদের পরিবর্তিত বিশ্বকে বুঝতে সাহায্য করে। করোনাভাইরাসের মহামারি থেকে জীবন বাঁচাতে এবং এর থেকে উত্তরনে পরিসংখ্যানের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আমাদের সরকারের করোনা সংকটকালে নগদ সহায়তা ও প্রণোদনাসহ সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার কারণে আমরা মৃত্যুর হার হ্রাস এবং অর্থনীতি গতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি।

আমি পরিকল্পনাকারী, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ এবং গবেষকগণ যাঁরা দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদেরকে বিদ্যমান পরিসংখ্যানের সর্বোত্তম ব্যবহারের আহ্বান জানাচ্ছি। আমি মনে করি, বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস পালনের মাধ্যমে দেশবাসীকে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা একটি অনন্য সুযোগ।

আমরা সময়োপযোগী সঠিক পরিসংখ্যানের সাহায্যে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি ‘বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস-২০২০’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

আশরাফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৫

**বিশ্ব পরিসংখ্যান** **দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস’-২০২০ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়াধীন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় পাঁচ বছর অন্তর বাংলাদেশেও তৃতীয়বারের মতো ’বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস-২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পরিসংখ্যান উন্নয়ন ও অগ্রগতির পরিমাপক। আর্থসামাজিক সকল কর্মকাণ্ডের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত সঠিক পরিসংখ্যানই কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিক, জনমিতিক, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগত পরিমাপে পরিসংখ্যানের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমান বিশ্বে সরকারি ও বেসরকারি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেকোনো দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সঠিক ও সময়োচিত পরিসংখ্যানের ব্যবহার অপরিহার্য। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রতিটি সেক্টরে নির্ভুল ও সময়ানুগ পরিসংখ্যানের প্রয়োগ দেশকে দ্রুত উন্নয়নশীল থেকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০২০ এর প্রতিপাদ্য বিষয় 'Connecting the world with data we can trust' অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোর প্রকৃত উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরতে পরিসংখ্যানের বিকল্প নেই। সরকার পরিসংখ্যান কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন করে তা জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহারের বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়নে ‘পরিসংখ্যান আইন ২০১৩’ ও এতদসংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি আশা করি বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস পালনের মধ্য দিয়ে দেশের সকল খাতে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে।

আমি ‘বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০২০’ উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরান/অনসূয়া/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১০১০ঘণ্টা